



2148 - চিকিৎসা করানো ও রোগীর অনুমতিনিওয়ার হুকুম

প্রশ্ন

ইসলামে চিকিৎসা করানোর হুকুম কী? বিশেষ করে যবে সকল রোগ থেকে আরোগ্য লাভরে ব্যাপারে আশা নহে। রোগীর চিকিৎসা শুরু করার আগে কিতার অনুমতিনিতি হব? বিশেষতঃ জরুরী পরিস্থিতিতে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

১৪১২ হজরী সনে জদ্দেদায় অনুষ্ঠতি হওয়া ইসলামী ফকিহ একাডেমির সপ্তম সম্মেলনরে সিদ্ধান্তে বর্ণতি হয়ছে:

“এক: চিকিৎসা করানো:

চিকিৎসা করানোর মূল হুকুম হল এটা বধে। কারণ কুরআন কারীম এবং বাচনকি ও কর্মগত সুন্নাহতে উক্ত বিষয়টি উদ্ধৃত হয়ছে। অধকিন্তু এর মাধ্যমে জীবন রক্ষা পায় যা শরীয়তরে সামগ্রিকি মাকসাদ তথা উদ্দেশ্যে অন্তিম।

চিকিৎসা করানোর হুকুম ব্যক্তি ও অবস্থাভদে বিভিন্ন হয়:

- কোনে ব্যক্তি চিকিৎসা ছড়ে দলিে যদি তার পরণিতি হয় মৃত্যু বা অঙ্গহানকি অক্ষমতা কথিবা যদি তার রোগে কষ্টটি অন্তরে মাঝে ছড়িয়ে পড়ে; যমেন: সংক্রামক ব্যাধি; তাহলে তার উপর চিকিৎসা করানো ওয়াজবি।
- আর যদি চিকিৎসা ছড়ে দলিে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে; কনিতু প্রথম অবস্থার মত পরণিতি না হয় তাহলে মুস্তাহাব।
- উপর্যুক্ত দুই অবস্থার অন্তর্ভুক্ত না হলে চিকিৎসা করানো মুবাহ তথা বধে।
- যদি চিকিৎসা করতে গেলে এমন কাজ করতে হয় যটোর কারণে রোগ বহুগুণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে চিকিৎসা করানো মাকরুহ।

দুই: যবে রোগগুলো থেকে সুস্থতার আশা নহে সগেলোর চিকিৎসা:

ক. মুসলমিরে আকীদার হলো রোগ ও সুস্থতা আল্লাহর হাতে। চিকিৎসা করানোর অর্থ সৃষ্টিজগতে আল্লাহ যবে মাধ্যমগুলো দয়িছেনে সগেলো গ্রহণ করা। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া থেকে নরিশ হওয়া জায়যে নহে। বরং আল্লাহ ইচ্ছা করলে সুস্থতা আসবে এই আশা বাকি থাকতে হব। চিকিৎসক ও রোগীর আত্মীয়দরে উচতি রোগীর মনোবল দৃঢ় করা, নিয়মতি তার যত্ন



নওয়া এবং তার মানসিক ও শারীরিক বদেনা কমানোর চেষ্টা করা; সে সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কনিহে সটোর দকিে ভরুক্শপে না করহে।

খ. য়ে রোগটকিে আরোগ্য লাভরে আশা নহে মরমে গণ্য করা হয় সটে চকিৎসকদরে সদিধান্ত, প্রত্যকে কালে ও স্থানে বদিযমান চকিৎসাবজ্জিঞানের সক্ষমতা এবং রোগীর অবস্থার ভিত্তিতে।

তনি: রোগীর অনুমতি:

ক. রোগীর অনুমতি নিয়োর শর্তারোপ করা হবযে যদি সয়ে অনুমতি দয়োর পরপূরণ উপযুক্ত হয়। কনিতু যদি সয়ে উপযুক্ত না হয় কথিবা তার উপযুক্ততায় ঘাটতি থাকে তাহলে শরয়ী অভভিবকত্বরে ক্রমানুযায়ী যনি তার অভভিবক হবনে তার অনুমতিই ধরতব্য। আর সটো শরীয়তরে বধি-বিধান অনুসারে হবযে, যা অভভিবকরে কার্যক্রমকে অধীনস্থ ব্যক্তরি উপকার ও কল্যাণ সাধন এবং অনষ্টি দূর করার দায়িত্বরে মধ্যযে সীমতি করে। তবযে ঐ ক্শত্রে অভভিবক কর্তৃক অনুমতি না দয়োকযে বিচেনা করা হবযে না যদি এর মধ্যযে তার অধীনস্থরে সুস্পষ্টি ক্শতিলক্ষণীয় হয়। সক্ষেত্রে অন্য অভভিবকদরে কাছযে দায়িত্ব চলে যাবযে। সবশযে শাসকরে উপর দায়িত্ব অর্পতি হবযে।

খ. কছি কছি অবস্থায় শাসক চকিৎসা গ্রহণযে বাধ্য করতযে পারনে। যমেন: সংক্রামক ব্যাধি, টকিা এবং প্রতরিোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. অ্যাম্বুলনেসযে করে আক্রান্ত কোনযে ব্যক্তকিে আনা হলে তার জীবন যদি হুমকরি মুখে থাকে তাহলে চকিৎসা অনুমতির উপর নরিভর করবযে না।

ঘ. চকিৎসা সংক্রান্ত গবষণার আওতায় আনতযে হলে অনুমতি দয়োর পরপূরণ উপযুক্ত ব্যক্তি থকযে সম্মতি নিয়ো আবশ্যক। যাতযে কোনযে ধরনরে জ্বরদস্তরি লশে থাকবযে না; যমেন: বন্দদিরে ক্শত্রে ঘটে কথিবা কোন আর্থকি প্রলভন থাকবযে না, যমেন: নঃস্ব ব্যক্তদিরে ক্শত্রে ঘটে। তাছাড়া এ সকল গবষণা চালানযে কারণযে কোন ক্শতি না বর্তানযে আবশ্যক। সম্মতি দয়োর উপযুক্ত নয় কথিবা উপযুক্ততায় ঘাটতি আছে এমন ব্যক্তদিরে ওপর চকিৎসা সংক্রান্ত গবষণা চালানযে জায়যে নয়; এমনকি যদি তাদরে অভভিবকগণ সম্মতি দয়ে তবুও।”

[মাজমাউল ফকিহলি ইসলামী, সপ্তম সংখ্যা (খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৭২৯)]